তারিখ ... 3 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২৭ কলাম ৭

যুগান্তর

বাল্যবিয়ে রোধ হলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যয় কমবে : বিশ্বব্যাংক

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্বব্যাপী বাল্যবিয়ের প্রচলন কমে আসছে বলে মনে করছে বহুজাতিক দাতা সংস্থা বিশ্বব্যাংক। এর পরেও অনেক দেশে বাল্যবিয়ের হার এখনও বেশি। ২০৩০ সাল নাগাদ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাল্যবিয়ের কারণে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১ লাখ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়াবে বলে মনে করছে সংস্থাটি। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ অন ওইমেনের (আইসিআরডব্লিউ) সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের এক যৌথ গবেষণায় এসব তথ্য উঠে এসেছে। বাল্যবিয়ে রোধ করা গেলে বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যয়ের ১১ দশমিক ৭ ভাগ সাশ্রয় করা সম্ভব বলে উল্লেখ করা হয় প্রতিবেদনটিতে। আর্থিক হিসাবে এর পরিমাণ প্রায় ১৩৬ কোটি ৬০ লাখ ডলার।

'বাল্যবিয়ের অর্থনৈতিক প্রভাব' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩০ বছরে বিশ্বব্যাপী বাল্যবিয়ের হার অনেক কমেছে। এর পরেও ১৮ বছরের নিচে বিয়ের হার অনেক বেশি। প্রতিদিন বিশ্বে ৪১ হাজারের বেশি নারী ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ের শিকার হচ্ছে। এ বাল্যবিয়ে মেয়েদের স্বাস্থ্য ও বিশ্ব অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বেশি বাল্যবিয়ের প্রবণতা রয়েছে এমন ২৫টি দেশের তথ্য নিয়ে এ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও প্রতিবেদনে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে মিসর, মৌরিতানিয়া, নেপালের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে। বাল্যবিয়ের হার কমে এলে বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেটের ১১ দশমিক ৭ শতাংশ সাশ্রয় হবে বলে দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, বাল্যবিয়ে ও কম বয়সে সন্তান জন্মদান রোধ করা সম্ভব হলে জনসংখ্যা কমে আসবে। বাল্যবিয়ের কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষায় ঝড়ে পড়ার হার কমবে। ঝরে পড়াদের প্রতি ব্যয় কমবে। সার্বিক ব্যয় কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু শিক্ষার্থীদের প্রতি ব্যয় বেশি করা সম্ভব হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যবিয়ে রোধের মাধ্যমে অর্থ সাশ্রয়ের সম্ভাবনা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ছাড়াও বুরকিনা ফাসো, ডমিনিকান রিপাবলিক, মিসর, ইথিওপিয়া, ঘানা, ভারত, মালউই, মালি, মোজাম্বিক, নেপাল, নাইজার, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, কঙ্গো, উগান্ডা ও জাম্বিয়াসহ ১৮ দেশের শিক্ষা ব্যয় গড়ে ৫ দশমিক ৪ ভাগ সাশ্রয় করা সম্ভব বলেও দাবি করা হয়েছে প্রতিবেদনটিতে।